পাঠকের মতামত

ক্ষমতা বড় বালাই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পা ধুইয়ে দিচ্ছেন। কার? কুম্ভ মেলার সাফাই কর্মীদের। হ্যাঁ, এমনই একটি ছবি সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আপাত অর্থে মনে হতে পারে দৃশ্যটা কতটা মানবিক! মনে হতে পারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কতটা সহমর্মী!

বাস্তবটা কিন্তু অন্য। যাদের পায়ের তলায় বসে পা ধুইয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁরা কারা? তাঁরা এই দেশের সেই মানুষ যারা যুগ যুগ ধরে 'অনগ্রসর','নিম্নবর্গীয়', 'দলিত' ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত। ভারতের ইতিহাসে হিন্দুধর্ম ভিত্তিক বর্ণাশ্রম প্রথার সামাজিক বিভাজনে যারা, 'শূদ্র' হয়ে উচ্চবর্ণের সেবায় নিয়োজিত ছিল, যাদের সাথে উচ্চবর্ণের সামাজিক সম্পর্ক তো দূরের কথা, যাদের ছায়া মাড়ানোও চিরকাল পাপ, এরা তারাই। তা হলে প্রধানমন্ত্রী এদের পা ধুইয়ে দিলেন কেন? মানবতা? মূল্যবোধ? ঔদার্য্য? না ভোট? কোন প্রণোদনায়? এ প্রশ্ন তো থেকেই যায়। কারণ এ দেশে এই শ্রেণির মানুষের জীবন-যন্ত্রণা বড় নির্মম। বাড়ি বাড়ি নর্দমা ও সেপ্টিক ট্যাঙ্কের আবর্জনা, মল-মূত্র বালতি, ঝুড়ি, কোদাল দিয়ে পরিষ্কার করা এদের জীবিকা। নর্দমার গভীরে নামায় মিথেন গ্যাসের বলি হয়ে মারাও যেতে হয় অনেককেই। কোনও রকম নিরাপত্তা ছাড়া যুগের পর যুগ এভাবেই কাজ করে চলেছে এরা।

বিষয়টার ভয়াবহতা লক্ষ করে ১৯৯৩ সালে মানুষকে দিয়ে এই ধরনের কাজ করানোকে আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০১৩ সালে যা সংবিধানভুক্তও হয়েছে। তাতে কিন্তু এই জীবিকায় মানুষের অন্তর্ভুক্তি কমেনি। বর্তমানে এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ৮ লাখেরও বেশি মানুষ। কিন্তু সরকারগুলির ভূমিকা কী? এদের উন্নতির জন্য কী দায়িত্ব পালন করেছে সরকারগুলি? আরটিআই এর তথ্য অনুযায়ী, এই পেশায় নিযুক্ত মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে অর্থ দেওয়া হয়। সেই অর্থ এই শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনের জন্য খরচ করার কথা সরকারের। যদিও এনএসকেএফডিসি (ন্যাশনাল সাফাই কর্মচারী ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরে এই শ্রেণির মানুষের উন্নতির জন্য বরাদ্দ ২৪ কোটি টাকা খরচ না হয়ে পড়ে রয়েছে। কেন পড়ে রইল এই টাকা? সমাজের এই শ্রেণির সমস্ত মানুষের পুনর্বাসন ও উন্নতি কি সরকার এত করেছে যে আর খরচ করার জায়গা নেই? না, মোটেই তা নয়। চিত্র ঠিক এর বিপরীত। আজও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিগত কয়েক বছরে বিজেপি সরকারের আমলে বেড়েছে দলিতদের উপর অত্যাচার। বেড়েছে গণপ্রহার, গুম খুনে মৃত্যুর ঘটনা। সরকার কিন্তু এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দেয়নি কোথাও। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট সহ একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে গোরক্ষার নামে হত্যা করা হয়েছে দলিত সাধারণ ভারতবাসীকে। তখনও নীরবতাই পালন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর এই পা ধুইয়ে দেওয়ার ঘটনা রাজনৈতিক নাটক ছাড়া আর কী?

ভোট বড় বালাই। তাই ভোটের জন্য সারা বছর মালিকের পদসেবা করা নরেন্দ্র মোদিকেও এসে বসতে হয় সাফাই কর্মীদের পায়ের তলায়। ধুইয়ে দিতে হয় পা। আর তাই ছবি হয়ে ঘুরতে থাকে সংবাদমাধ্যমে, সোসাল মিডিয়ায়। আমরা তাই-ই দেখি আর বৃহত্তম গণতন্ত্রের জয়জয়কার করি! উপলব্ধি করি না সংসদীয় ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির নীচতা, কৃত্রিমতা, ভণ্ডামিকে। সাফাই কর্মীদের পায়ের তলায় বসে বিজ্ঞাপন দিয়ে নরেন্দ্র মোদি আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার স্বপ্ন দেখছেন। যা সস্তা স্টান্টবাজি কৌশল ছাড়া কিছুই না। ক্ষমতার লোভই মুখ্য। পা ধোয়ানোটা উপলক্ষ মাত্র। গালিব যথার্থই বলেছেন...

"উন্র ভর গালিব / এহি ভুল করতা রহা/
ধুল চেহেরে পে থি / অউর আইনা সাফ করতা রহা।"—

অর্থাৎ নিজের গায়ের নোংরা ঢাকতে আয়না পরিষ্কার করে গেল।

সুমন দাস,
যাদবপুর

গ্রামীণ ডাক্তারদের সম্মেলন

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন ব্লক এবং মহকুমা সম্মেলন সম্পূর্ণ করল প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অব ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন। সম্মেলনের পাশাপাশি আগামী ১৮ মার্চ কলকাতায় মিছিল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্যে দু'লক্ষের বেশি নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের নাম ২০১৬ সালে নথিভুক্ত হয়েছে। এরা গ্রামীণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। রাজ্যের ৭৩টি সেন্টারে ৫০ জনের গ্রুপ করে এঁদের প্রশিক্ষণ চলছে। সংগঠনের দাবি ৫০০ ব্লকে ও গ্রামীণ হাসপাতালে ৫০ জন করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে ৫ বছরের মধ্যে সকলকেই প্রশিক্ষিত করা যায়। সংগঠনের আরও দাবি প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট দিতে হবে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারিভাবে এঁদের নিযুক্ত করতে হবে। এই দাবিতে ইতিমধ্যে কান্দি, ভরতপুর-১ ও ২, ভড়েঞা, বহরমপুর, হরিহরপাড়া, নওদা, লালগোলা, ভগবানগোলা-১ ও ২, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে শহিদ আজাদ স্মরণ

২৭ ফেব্রুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লববাদী ধারার মহান যোদ্ধা চন্দ্রশেখর আজাদের শহিদ দিবস পালিত হল এলাহাবাদের আজাদ পার্কে, অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র উদ্যোগে। ১৯৩১ সালের এই দিনে এই পার্কেই (তখন নাম ছিল আলফ্রেড পার্ক) ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী আজাদের উপর লাগাতার গুলিবৃষ্টি শুরু করে। আজাদ সেই অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে করতে তাঁর সাথী শুকদেব ও রাজগুরুকে পালাবার সুযোগ করে দেন। দীর্ঘক্ষণ লড়াই চলার পর আজাদের পিস্তলের গুলি যখন আর একটা মাত্র ছিল, তখন সেই গুলিতে তিনি আত্মদান করেন, যাতে পুলিশ তাঁকে জীবিত ধরতে না পারে। সেদিন রাতেই অতি গোপনে পুলিশ তাঁর মৃতদেহ রসুলবাদ ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

দেশের মানুষের প্রতি আজাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা, ব্রিটিশ শাসকের শোষণ থেকে নিপীড়িত দেশবাসীকে মুক্ত করার জন্য আজাদের অসমসাহসী সংগ্রামের ব্যাপক চর্চার উদ্দেশ্যে ডিএসও-র পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল এক বিশেষ 'উদ্ধৃতি প্রদর্শনী' ও বুকস্টল এবং পরের দিন দারাগঞ্জে এক আলোচনা সভা।

শহিদ আজাদ স্মরণদিবসে আগ্রার নামনেরেও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া জৌনপুরে কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সুসজ্জিত মোমবাতি মিছিল। প্রতাপগড়ের ঢকবা বাজার এলাকাতেও আজাদ স্মরণে শহিদ-ব্যাজধারণ, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। জৌনপুরের মুরাদপুর কোটিলা এলাকায় ৩ মার্চ আরও এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয় ডিএসও-র উদ্যোগে। প্রতিটি কর্মসূচিতে মানুষের সাড়া ছিল লক্ষণীয়।

এস ইউ সি আই (সি) ১১৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে

তিনের পাতার পর

এই কংগ্রেসকেই সিপিআই-সিপিএম গণতান্ত্রিক ও সেকুলারের তকমা লাগাচ্ছে। সিপিআই (এম) এর আগে নিছক নির্বাচনী স্বার্থে ১৯৭৭ সালে, কংগ্রেসের স্বৈরাচার বিরোধিতার নামে জনতা পার্টির হাত ধরেছিল— যে জনতা পার্টিতে ছিল আরএসএস-জনসংঘের মতো দল। পরে এই সিপিএমই বিজেপির সাথে হাত মিলিয়ে কেন্দ্রে ভি পি সিং কে প্রধানমন্ত্রী করেছিল। আর এখন সিপিএম কংগ্রেসের সাথে জোট করছে বিজেপির সাম্প্রদায়িকতাকে রোখার নামে। বিপ্লবী রাজনীতি তো দূরের কথা, এমনকী বামপন্থার সাথেও এই নগ্ন সুবিধাবাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

ইতিমধ্যে জনগণের ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ঘটছে বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আমাদের পার্টির দৃঢ় অভিমত, এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য হল, এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলিকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া এবং সঠিক দিশা দেখানো। একই রকম প্রয়াজন হল, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে শ্রেণি সংগ্রাম এবং গণসংগ্রামগুলিকে গড়ে তোলা ও তীব্র করা। উপরন্তু বুর্জোয়া দলগুলি এখন পরস্পর বিবাদে লিপ্ত। আঞ্চলিক এবং জাতীয় পুঁজির দ্বন্দ্ব তীব্র আকার নিয়েছে। এমনকী একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলিও বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইসুতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এমন একটি অনুকূল পরিস্থিতি বুর্জোয়া ভোট রাজনীতির বিকল্প হিসাবে শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলাই দাবি করে। এই পরিস্থিতিতে আমরা তাদের কাছে যৌথ ভাবে শক্তিশালী শ্রেণি সংগ্রাম ও গণসংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সামান্য কয়েকটা সিটের জন্য সিপিএম-সিপিআই সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তা পরিত্যাগ করে লজ্জাজনকভাবে কংগ্রেসের এবং আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির লেজুড়বৃত্তি করছে এবং এইভাবে বামপন্থাকে আরও দুর্বল ও কলঙ্কিত করছে।

আমাদের দল নিজস্ব সাংগঠনিক ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে রাজ্যে রাজ্যে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলিকে নিয়ে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলি গড়ে তুলছে। এই চলমান সংগ্রামের অংশ হিসাবেই আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। আমরা জনগণের সামনে এই ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরব যে, নিছক সরকার পরিবর্তনের দ্বারা তাদের জীবনের সমস্যাগুলির কোনও সুরাহা হবে না। পুঁজিবাদী ভয়ঙ্কর নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি আসতে পারে একমাত্র পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার দ্বারা। এই বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করতে প্রয়োজন শ্রেণি সংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলিকে সঠিক রাস্তায় এবং সর্বহারা বিপ্লবী মতাদর্শ ও উচ্চ সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা এবং সেগুলিকে তীব্র করা। আমাদের কোনও প্রার্থী যদি জেতেন তবে তিনি সাহসিকতার সাথে পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে জনগণের দাবিতে সোচ্চার হবেন, জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াবেন। এইভাবে পার্লামেন্টের অভ্যন্তরের এবং বাইরের সংগ্রামের সমন্বয় ঘটাবেন।

এমএসএসের রাজ্য সম্মেলন

চারের পাতার পর

ব্যানার্জীকে সভাপতি এবং কমরেড কল্পনা দত্তকে সম্পাদক করে ৬৫ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

৯ মার্চ হাজরার আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে ক্রমবর্ধমান নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে, অবাধ মদের লাইসেন্সের প্রতিবাদে, নারী ও শিশু পাচার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নারীর সুরক্ষা ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে অনুষ্ঠিত হয় কনভেনশন। কনভেনশনে রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে সহস্রাধিক মহিলা যোগ দেন। হল ছাপিয়ে জমায়েত বাইরে চলে আসে। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা ডাঃ মালবিকা মিশ্র, অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুন এবং এআইএমএসএসের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ছায়া মুখার্জী। সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। কনভেনশন শেষে বিশাল মহিলা মিছিল হাজরা থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত যায়।

সিবিআই হলফনামায় সিপিএমও

একের পাতার পর

তেমনই জানানো হয়েছিল ফাইন ইন্ডিয়া, বাসিল, পপুলার ইন্ডিয়া, মঞ্জুলিকা ফিনান্স লিমিটেড, শুভম কাল্টিভেশন, গোল্ডেন পরিবার, মানি ভাণ্ডার, রুপি স্টার প্রভৃতির মতো ছোট চিটফান্ড সংস্থার কথাও। সতর্কতা বার্তায় সারদা গোষ্ঠীর নাম ছিল। ২০০৯-তেই সতর্কবার্তা পাঠানোর পরেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১৮ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় সিবিআইয়ের তরফে এই অভিযোগ করছেন সংস্থার কলকাতা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত এস পি পি সি কল্যাণ।

(এই সময়— ২১.০২.২০১৯)

শ্রেণি সংগ্রাম ও গণ আন্দোলন তীব্রতর করতে এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

আসাম

১. করিমগঞ্জ	প্রভাস সরকার
২. শিলচর	শ্যামদেও কুর্মী
৩. ধুবড়ি	সুরতজামান মণ্ডল
৪. বরপেটা	হুসনেজাহা বেগম (ইনা হুসেন)
৫. মঙ্গলদই	স্বর্ণলতা চালিয়া
৬. লখিমপুর	হেমকান্ত মিরি

অন্ধ্রপ্রদেশ

১. কারনুল	এম নাগান্না
২. অনন্তপুর	জি ললিতা

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

১. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	বলরাম মান্না

বিহার

১. মুজফফরপুর	মহম্মদ ইদ্রিস
২. বৈশালী	নরেশ রাম
৩. হাজিপুর	জিয়শ পাশওয়ান
৪. ভাগলপুর	দীপক কুমার
৫. মুঙ্গের	জ্যোতি কুমার
৬. পাটনা সাহিব	অনামিকা
৭. জেহানাবাদ	উমাশঙ্কর ভার্মা
৮. জামুই	পঙ্কজ কুমার দাস

ছত্তিশগড়

১. দুরগ	আত্মারাম সাহু
২. রাইপুর	দেবেন্দ্র পাতিল
৩. কঙ্কার	লক্ষ্মী কুরেটি

দিল্লি

১. চাঁদনি চক	ঋতু কৌশিক
২. দিল্লি পূর্ব	ম্যানেজার চৌরাসিয়া

গুজরাট

১. ভদোদরা	তপন দাশগুপ্ত
২. নবসারি	পরে ঘোষিত হবে

হরিয়ানা

১. সোনিপত	বলবীর সিং
২. রোহতক	জয়করণ
৩. ভিওয়ানি মহেন্দ্রগড়	ওমপ্রকাশ
৪. গুরগাঁও	স্বরণ কুমার

ঝাড়খণ্ড

১.ধানবাদ	রামলাল মাহাতো
২.রাঁচি	সিদ্ধেশ্বর সিং
৩. জামশেদপুর	পানমনি সিং
৪.সিংভূম	চন্দ্রমোহন হেমব্রম
৫. হাজারিবাগ	রাজেশ রঞ্জন

কর্ণাটক

১. গুলবরগা	এস এম শর্মা
২. রায়চুর	কে সোমশেখর
৩. বেলারি	দেবদাস
৪.ধারওয়াড়	গঙ্গাধর বাদিগর
৫. দেবানগিরি	মধু
৬. মাইসোর	সন্ধ্যা
৭. বাঙ্গালোর গ্রামীণ	টি সি রামা
৮. বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল	সমর্থিত প্রার্থী

কেরালা

১. কন্নুর	আর অপর্ণা
২. কোঝিকোড়	এ শেখর
৩. চালাক্কুডি	সুজা অ্যান্টনি
৪.কোট্টায়ম	ই ভি প্রকাশ
৫.আলেপ্পুঝা	আর পার্থসারথি
৬. মভেলিক্কারা	কে বিমলজি
৭. পাথানামথিট্টা	বিনু বেবি
৮. কোল্লাম	টুইঙ্কল প্রভাকরণ
৯. তিরুবনন্তপুরম	এস মিনি

মধ্যপ্রদেশ

১.গোয়ালিয়র	সুনীল গোপাল
২. গুনা	মনীশ শ্রীবাস্তব
৩. ভোপাল	জে সি বরাই

মহারাষ্ট্র

১. রামতেক	শৈলেশ জনবন্ধু

ওড়িশা

১. সুন্দরগড়	জাস্টিন লুগুন
২. সম্বলপুর	নবকিশোর প্রধান
৩. ভদ্রক	কীর্তন মল্লিক
৪. জাজপুর	সুভাষ মল্লিক
৫. ঢেঙ্কানল	মানসী সোয়াইন
৬. বোলাঙ্গির	হৃদানন্দ কারুয়ান
৭. কটক	রাজকিশোর মল্লিক
৮. বেরহামপুর	সোমনাথ বেহেরা

পুদুচেরি

১. পণ্ডিচেরি	মুটু

পাঞ্জাব

১. ভাতিন্দা	স্বরণ সিং

রাজস্থান

১. জয়পুর	কুলদীপ সিং

তামিলনাড়ু

১. চেন্নাই উত্তর	জে সেবাস্টিন
২. চেন্নাই দক্ষিণ	এস সাইকুমার
৩. থেনি	টি চিন্নাসাথিয়ামূর্তি
৪. সালেম	পি মোহন

তেলেঙ্গানা

১.সেকেন্দ্রাবাদ	সি এইচ প্রমীলা
২.মেডক	কে ভরতেশ

ত্রিপুরা

১. ত্রিপুরা পশ্চিম	অরুণকুমার ভৌমিক

উত্তরপ্রদেশ

১. মোরাদাবাদ	বিজয়পাল সিং
২. প্রতাপগড়	শেষনাথ তিওয়ারি
৩. ঘোষী	সুরজিৎলাল শ্রীবাস্তব
৪. জৌনপুর	অশোককুমার খারওয়ার

উত্তরাখণ্ড

১. গাড়ওয়াল	মুকেশ সেনওয়াল

পশ্চিমবঙ্গ

১. কোচবিহার	প্রভাত রায়
২. আলিপুরদুয়ার	রবিচন্দ্র রাভা
৩. জলপাইগুড়ি	হরিভক্ত সরদার
৪. দার্জিলিং	তন্ময় দত্ত
৫. রায়গঞ্জ	সুজনকৃষ্ণ পাল
৬. বালুরঘাট	নুরুল হক
৭. মালদা উত্তর	সুভাষ সরকার
৮. মালদা দক্ষিণ	অংশুধর মণ্ডল
৯. জঙ্গিপুর	সামিরুদ্দিন
১০. বহরমপুর	আনিসুল আম্বিয়া
১১. মুর্শিদাবাদ	বকুল খন্দকার
১২. কৃষ্ণনগর	সেখ খোদাবক্স
১৩. রানাঘাট	পরেশচন্দ্র হালদার
১৪. বনগাঁ	স্বপন মণ্ডল
১৫. ব্যারাকপুর	প্রদীপ চৌধুরী
১৬. দমদম	তরুণ দাস
১৭. বারাসাত	তুষার ঘোষ
১৮. বসিরহাট	অজয় বাইন
১৯. জয়নগর	জয়কৃষ্ণ হালদার
২০. মথুরাপুর	পূর্ণচন্দ্র নাইয়া
২১. ডায়মন্ডহারবার	অজয় ঘোষ
২২. যাদবপুর	সুজাতা ব্যানার্জী
২৩. কলকাতা দক্ষিণ	দেবব্রত বেরা
২৪. কলকাতা উত্তর	বিজ্ঞান বেরা
২৫. হাওড়া	শানওয়াজ
২৬. উলুবেড়িয়া	মিনতি সরকার
২৭. শ্রীরামপুর	প্রদ্যোৎ চৌধুরী
২৮. হুগলি	ভাস্কর ঘোষ
২৯. আরামবাগ	প্রশান্ত মালি
৩০. তমলুক	মধুসূদন বেরা
৩১. কাঁথি	মানস প্রধান
৩২. ঘাটাল	দীনেশ মেইকাপ
৩৩. ঝাড়গ্রাম	সুশীল মাণ্ডি
৩৪. মেদিনীপুর	তুষার জানা
৩৫. পুরুলিয়া	রঙ্গলাল কুমার
৩৬. বাঁকুড়া	তন্ময় মণ্ডল
৩৭. বিষ্ণুপুর	অজিত বাউরি
৩৮. বর্ধমান পূর্ব	নির্মল মাঝি
৩৯. বর্ধমান-দুর্গাপুর	সুচেতা কুণ্ডু
৪০. আসানসোল	অমর চৌধুরী
৪১. বোলপুর	বিজয় দলুই
৪২. বীরভূম	আয়েষা খাতুন

বিধানসভার প্রার্থী তালিকা

ওড়িশা

১. রাজগাঙ্গপুর	লিওনি টিকে
২. আনন্দপুর	অনমচরণ মুখী
৩. পাটনা	বেনুধর সরদার
৪. যোশীপুর	শম্ভুনাথ নায়েক
৫. বাংরিপোসী	পীতাম্বর নায়েক
৬. কারঞ্জিয়া	বাজুরাম সিধু
৭. ভাণ্ডারিপোখারি	দিগম্বর সোয়াইন
৮. বিঞ্ঝারপুর	রাধাভল্লভ মল্লিক
৯. ধরমশালা	মধুমিতা সাহু
১০. পাল্লাহারা	নির্মলা প্রধান
১১. তালচের	প্রহ্লাদ সাহু
১২. অনগুল	মন্দোদরী রাউত
১৩. চেন্দীপাড়া	ভরতকুমার নায়েক
১৪. অথমল্লিক	রমনীরঞ্জন প্রধান
১৫. বীরমহারাজপুর	নিত্যানন্দ মল্লিক
১৬. বাঁকি	অরবিন্দ বেহারা
১৭. বারবাটি কটক	প্রতাপচন্দ্র মিশ্র
১৮. চৌদুয়ার কটক	পাভেল প্রিয়দর্শন
১৯. কটক সদর	সস্মিতা মহান্তি
২০. পিপিলী	পদ্মচরণ জেনা
২১. হিঞ্জিলী	ডি তিরুপ্তি ডোরা
২২. গোপালপুর	পি শিবপ্রসাদ রেড্ডি
২৩. বেরহামপুর	শিবনীশঙ্কর মিশ্র
২৪. কোরাপুট	রামচন্দ্র বারিক

অন্ধ্রপ্রদেশ

১.গুন্টুর পশ্চিম	এম বাসভ রাজু
২. অনন্তপুর	ডি রাঘেবন
৩. হিন্দুপুর	অশোক

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, ছাঁটাই বন্ধ, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সিকিমে ধারাবাহিক আন্দোলন

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন সহ জনজীবনের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে সিকিম প্রোগ্রেসিভ ইউথ ফোরাম। পশ্চিম সিকিম জেলার সদর গেজিং হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির দাবিতে বিগত একবছর ধরে ফোরামের নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, ব্যাপক প্রচার, মিছিল, হাসপাতাল সুপারের দপ্তরে বিক্ষোভ ইত্যাদি হয়। এরপর গ্যাংটকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তর ঘেরাও করার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত দাবি পূরণ করার লিখিত আশ্বাস দেন। কিন্তু এক বছরে বেশিরভাগ দাবিই কর্তৃপক্ষ পূরণ করেনি। এই অবস্থায় গত ২০ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) সিকিম রাজ্য প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড ভানুভক্ত শর্মা, কমরেড প্রকাশ পরাজুলি, কমরেড রুপেন কার্কী প্রমুখের নেতৃত্বে শতাধিক ছাত্র-যুব গেজিং থেকে গ্যাংটক পদযাত্রা শুরু করে। তিন দিন ধরে এই পদযাত্রা দীর্ঘ পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে গ্যাংটক পৌঁছায়। রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং তাঁদের অভিনন্দন জানান। ২৩ জানুয়ারি মিছিল গ্যাংটক পৌঁছালে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তরের পাশে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রবল ঠান্ডা এবং বৃষ্টির মধ্যে খোলা জায়গায় অবস্থান টানা চারদিন চললেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেখা পর্যন্ত করেননি। অবস্থান চলাকালীন আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে বার্তা পাঠান লোকসভার প্রাক্তন সদস্য ডাঃ তরুণ মন্ডল। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা ফোনে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরপর গ্যাংটকে পথ অবরোধ করা হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেখা করেন। তিনি দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পরে কর্তৃপক্ষ কয়েকটি দাবি পূরণ করেন।

সিকিমে এ ধরনের গণআন্দোলনের প্রায় কোনও ঐতিহ্যই ছিল না, যার ফলে এই আন্দোলন রাজ্যে একটা নতুন ধরনের গণআন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এস পি ওয়াই এফের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নানা ধরনের আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।

তিনটি ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানির অস্থায়ী শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে ফেটে পড়েন। অস্থায়ী স্কুলশিক্ষকরা তাঁদের মাইনে বাড়ানো এবং চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁরা গ্যাংটকে আইন অমান্য করেন। ফলে রাজ্য সরকার অস্থায়ী শিক্ষকদের মাইনে বাড়ানো এবং নিয়োগ স্থায়ী করার দাবি আংশিকভাবে মেনে নিতে করতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের এই জয় মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন দুর্বল করতে ১৯ ফেব্রুয়ারি সিকিম পুলিশ আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এবং অস্থায়ী শিক্ষক কমরেড প্রকাশ পরাজুলি সহ আরও চারজন আন্দোলনকারী শিক্ষককে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে। পরের দিন কয়েকশো অস্থায়ী শিক্ষক থানায় এবং কোর্টে গিয়ে বিক্ষোভ দেখালে তাদের জামিন দিতে বাধ্য হয়। বাধা যাই আসুক সংগঠকরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে

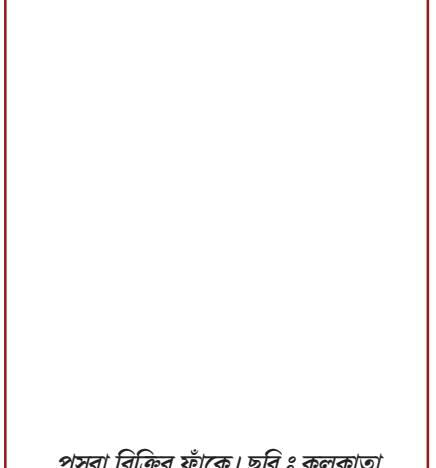

পসরা বিক্রির ফাঁকে। ছবি ঃ কলকাতা

চিটফান্ড সমস্যার সমাধান নিয়ে জনশুনানি

অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে দু'হাজারের বেশি এজেন্ট ও আমানতকারী অংশ নিলেন জনশুনানিতে। ২ মার্চ হাওড়ার শরৎ সদনে এই জনশুনানি পরিচালনা করেন সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমলকুমার চ্যাটার্জী, শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা সুজাত ভদ্র এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক কিষান প্রধান।

হলের ভিতরে এবং বাইরেও উপচে পড়া জমায়েতের পক্ষ থেকে ২৭ জন আমানতকারী ও এজেন্ট এবং ৫টি কোম্পানির ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা নথিপত্র পেশ করে তাঁদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, প্রাইস চিট ও মানি সারকুলেশন প্রকল্পে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আইনগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সংস্থা যেমন প্রয়োগ করেনি, রাজ্য সরকারগুলিও তার দায়িত্ব পালন না করে তাতে মদত দিয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ১০৪টি চিটফান্ড কোম্পানি প্রতারণা করেছে বছরে পর বছর। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সব জেনে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। তার ফলেই দেশের নানা রাজ্যের ৩৫ কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হলেন। লক্ষ কোটি টাকা নয়ছয় হতে পারল। তদন্তের নামে অনেক প্রহসন হলেও একজন অপরাধীরও শাস্তি হল না। শুনানিতে এই কেলেঙ্কারির নায়ক কোম্পানি মালিক, মন্ত্রী ও নেতাদের কঠোর শাস্তির দাবি ওঠে।

শুনানির পরিচালক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত সকলকে বলেন, ভবিষ্যতে আরও দীর্ঘ সময় শুনানিতে তাঁরা থাকবেন। তাঁদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকাকরকে পাঠানোর কথাও তাঁরা বলেন।

বঞ্চনার শিকার পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা আন্দোলনের পথে

রাজ্যে পৌর অঞ্চলের মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৫ সাল থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে সাত হাজারের মতো স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ হয়েছিল। প্রকল্পগুলি দেখভাল করত স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট অথরিটি (সুডা)। প্রকল্প চালু হওয়ার পর দীর্ঘ ২৬ বছরেও সিপিএম সরকার এঁদের স্থায়ীকরণ করেনি, এমনকী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতিও দেয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর ৭ বছর কেটে গেলেও তারা সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

৫ মার্চ সল্টলেকে সুডা অফিসে পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের বিক্ষোভ

১৯ মার্চ রাজ্য কনভেনশন

এই কর্মীদের মধ্যে যাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন সরকার তাঁদের নাম দিয়েছে অনারারি হেলথ ওয়ার্কার। বেতন মাসে মাত্র ৩১২৫ টাকা। অনারারি না বলে বাস্তবে অনাহারী হেলথ ওয়ার্কার বলাই শ্রেয়। এফটিএস-দের বেতন ৩৩৩৮ টাকা, মেডিকেল অফিসাররা পান ৮ হাজারের মতো। ভিক্ষাতুল্য এই বেতনে চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা যে অসম্ভব তা সরকারের মন্ত্রীরা না বুঝলেও নাবালকেও বোঝে।

ভয়ানক এই বঞ্চনার প্রতিকারের দাবিতে এই স্বাস্থ্যকর্মীরা নানা সময়ে প্রশাসনের কর্তাদের কাছে গেছেন। কিন্তু সুবিচার পাননি। আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন 'পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়ন'। ১৯ মার্চ কলকাতার ভারত সভা হলে গণকনভেনশনের ডাক দিয়েছেন এই স্বাস্থ্যকর্মীরা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com